চেতনা

প্রথম বার্ষিক দ্বিতীয় সংখ্যা

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শীর্ষ স্থানীয়রা

বিস্তারিত ভেতর পৃষ্ঠায়

প্রতিভা আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লেখার যে কৌতুহল আছে তা আমি বইগুলো ছেপে বুঝতে পেরেছি। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি কবিতা আমি এই 'চেতনা'তেও প্রকাশ করলাম। আমি 'চেতনা' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের বা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি ভাবি, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, মহাশ্বেতা দেবী, রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ, বিষ্ণুরাভা আরও অনেকে।

স্মরণীয় যে আমাদের চেতনা গোষ্ঠীর আলোচনা চক্রটি আসাম ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠান করার সুযোগ দেওয়ায় আমরা আসাম ক্লাবের কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানাই। এখানে সভাসমিতি আহ্বান করার মতো প্রেক্ষাগৃহের যে অভাব ছিল বহুদিন ধরে সেই শূন্য স্থান পূরণ করেছে আসাম ক্লাব। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আরও অনেক সংগঠন আসাম ক্লাবে অনুষ্ঠান করার সুযোগ-সুবিধা পাবে।

পত্রিকাটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিপদভঞ্জন সাহার অমূল্য সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ রইলাম ।

চিঠি

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। অর্থাৎ হে যুব ভারত তোমরা ওঠো, জাগো। সত্যি সত্যিই যুব ভারতবাসী একদিন জেগে উঠেছিল স্বামীজীর সেই আহ্বানে।

তেমনি আমাদের খারুপেটিয়ার 'চেতনা' গোষ্ঠীর সম্পাদক বলেন- হে পাঠক সমাজ, তোমাদের অন্তরে চেতনা জাগ্রত কর। পাঠক সমাজের মধ্যে একটা বিশাল আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আমরা সবাই অশেষ ধন্যবাদ দিলাম। আর সর্বশেষে চেতনা গোষ্ঠীর মূল উদ্যোক্তা শ্রী বরুণ চন্দ্র নাথের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শ্রী হারাধন শীল

খারুপেটীয়া

হ্যালো স্যার্

ডঃ পরিমল কুমার দত্ত
অধ্যাপক, খারুপেটিয়া মহাবিদ্যালয়

(TET বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনেকেই অকৃতকার্য্য হয়ে চরম হতাশায় ভুগে থাকেন। দুই/একটা প্রতিযেগিতামূলক পরীক্ষায় অসফল হওয়া বড় কথা নয়। মানসিক শক্তি নিয়ে আরো কঠিনতর পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করা যায় অনায়াসেই। তারই একটি উদাহরণ দেবাহুতির I.A.S. পরীক্ষায় সফলতা। এই ঘটনার নায়িকার নাম ও তার চাকরিস্থলের নাম কাল্পনিক হলেও ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।)

"হ্যালো স্যার্" মোবাইল ফোনে ভেসে এল আওয়াজ। "কে ?" জিজ্ঞেস করলাম। "আমি দেবাহুতি দত্ত," উত্তর এল। "দেবাহুতি ?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। "হ্যা স্যার্, আপনার দেবা", বলল। সেই মধুর আওয়াজ। দেবা যখন কথা বলত মনে হত যেন মধু ঝরছে। আজও সেরকমই আছে ওর কণ্ঠস্বর। "তুমি কোথা থেকে ফোন্ করছ ? আসামে আছ, না অন্য কোথাও ?" প্রশ্ন করলাম। "ভুবনেশ্বর থেকে। আজই জেলাধিপতি (D.M.) পদে যোগ দিয়েছি। সবার আগে আপনাকেই ফোন্ করলাম।" দেবা জানাল। ভুবনেশ্বর! পুরাণ প্রসিদ্ধ লিঙ্গরাজের লীলাক্ষেত্র! এই ভুবনেশ্বরে ডেপুটি ডিষ্ট্রিক মেজিষ্ট্রেট্ প্রজ্ঞা পারমিতা জেনা দেবীর কোয়ার্টারে ছিলাম তিন/চারদিন। গবেষণার কাজে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। ঐ জেনা পরিবার আমাদের (আমি ও আমার স্ত্রী) সরকারী গাড়ি করে সর্বত্র ঘুরিয়েছিল। "স্যার্! প্রভু জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র পুরীধাম কাছেই আছে। আপনার মুখে প্রভু জগন্নাথ ও পুরীর কত কথাই না শুনেছি।" মনে পড়ে গেল আমার প্রভু জগন্নাথের অসীম কৃপার কথা। তন্ত্রের গবেষণার কাজে গৌহাটি, কলকাতা, পাটনা, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, মাদ্রাজ, বারানসী, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, হরিদ্বার, কনখল আরো কত জায়গায় নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গ্রন্থগার, জেলা গ্রন্থগার ও অন্যান্য গ্রন্থগারে গিয়েও তন্ত্রের একটি দুর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান পাইনি। অথচ ঐ বইটি ছাড়া আমার গবেষণা অপূর্ণ থেকে যাবে। মন খারাপ। ঠিক ঐ সময়েই খারুপেটিয়ার গোপালনগরের পরেশ সাহার ছেলে পিকন এসে একটি ছোট্ট কাগজ দিয়ে গেল আর বলল," স্যার, পুরীর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে

কয়েকদিন ছিলাম। স্বামীজী খারুপেটিয়ার কথা শুনেই এই ছোট্ট চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছেন।" এক ইঞ্চি পাশ এবং ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা কাগজের টুকরায় লেখা আছে, "পরিমলবাবু, একবার প্রভুকে দর্শন করে যাবেন।" এ যেন প্রভু জগন্নাথেরই নির্দেশ। সেখানেই পেয়ে গেলাম সেই গ্রন্থের সন্ধান। আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে কানাডা, আমেরিকা এবং জাপানে আমার গবেষণা গ্রন্থ Tantra-its relevance to modern times যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। প্রভু জগন্নাথের অসীম কৃপা নাথাকলে কি আজ এই বই পৃথিবীর প্রায় সব National Library তে স্থান পেত কি!

দেবা ফোনে বলে চলেছে, " স্যার, আপনার একটা কথাই আমার জীবনের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। TET পরীক্ষায় পাশ না করতে পারার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চরম হতাশায় জীবনে যখন বিতৃষ্ণা এসেছিল, তখন আপনিই আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মানসিক শক্তি বাড়িয়েছিলেন এবং I.A.S. পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আজ আমি পরিতৃপ্ত। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। প্রণাম নিবেন। পরে কথা বলব। মাঝে মাঝে ফোন্ করব।" ফোন্ অফ করে দিল।

মনে পড়ে গেল কত কথাই। অগণন ছ ছাত্রী পড়িয়েছি. সারা ভারত জুড়েই তারা ছড়ি আছে। কেউ কেউ বিদেশেও প্রতিষ্ঠিত। কলক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হয়েও আত্মীয় স্বজ পরামর্শ শুনিনি। ওঁরা বলেছিলেন, " W.B.C.S অথবা I.A.S. পরীক্ষায় বস্, পারবি।"উপেক্ষা করেছিলাম। শিক্ষকতায় রয়ে দুর্নিবার আকর্ষণ। এক সময় চিন্তাধারার পরিব হল। প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। কয়েকমাস বেশী হ গেল। বয়সের বাধায় আর হল না। আমার ছা ছাত্রীদের মধ্যে I.A.S. পাওয়া প্রথম ছা দেবাহুতি দত্ত। এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর গ্রামের এ সহজ, সরল, পবিত্র, নিষ্পাপ, সুন্দরী মেয়ে এ দেবাহুতি। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। সামা বেতনের সংস্কৃত শিক্ষক। অন্য বিষয়ের শিক্ষ হলে ট্যুইশনি (Tution) করে কিছু অতিরি পয়সা উপার্জন করতে পারতেন। সংস্কৃতের তে দামই নেই আসামে। সংস্কৃতের দাম আছে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে দেবাহুতির মা ভক্তিমতী, সংসারী ও অর্ন্তমুখী এক ভাই, দুই বোন আর বাবা-মাকে নিয়েই দেবাদের ছোট্ট পরিবার। সবার প্রিয় এই মেয়েটি

তথাপি ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে একাই লড়াই করে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছন্দপতন! বাবা রিটায়ার্ড হলেন। দাদা তখন কলেজে পড়ছে। বড় দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইবাবুও স্কুল শিক্ষক। দেবা যখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী তখনই দেবার বাবা অবসর গ্রহণ করেন। সঞ্চয় ও তেমন ছিল না। জমি জায়গাও নেই বললেই চলে। সহজ সরল গ্রাম্য মেয়ের সংগ্রামময় জীবনের শুরু। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করেছে জেলার সদর শহরের এক বিখ্যাত কলেজে। ভালো রেজাল্ট করে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হল। কৃতিত্বের সাথে সংস্কৃতে এম্.এ. পাশ করে ফিরে এল নিজের গ্রামে। দুচোখে স্বপ্ন, বুকে আশা। একটা চাকরি চাই। একটা চাকরির খুবই প্রয়োজন। বাবা-মা আর বেকার দাদার মুখটা ভেসে উঠে। সংসার কিভাবে চলবে! সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে। সেজন্য বিয়ের কয়েকটা প্রস্তাবও এসেছে। দেবা রাজী হয় নি। আগে কেরিয়ার। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারপরে সংসার। বাবা শিক্ষক ছিলেন। দেবাও ভাবত শিক্ষিকা বা অধ্যাপিকা হবে একদিন। সবাই উপদেশ দিল বি.এড্ করার জন্য। বি,এড্ পাশ করল। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D র রেজিট্রেশনও করল। কিন্তু একটা চাকরির খুবই প্রয়োজন। লাজুক মেয়ে মুখ ফুটে বলতেও পারে না কাউকে চাকরির কথা। গ্রামের মেয়ে শহরে পড়াশোনা করলেও শহরের মেয়েদের মত তথাকথিত স্মার্ট হতে পারেনি। টাকা খরচ করে চাকুরি কেনার ক্ষমতাও নেই। হতাশায় ভুগছিল।

ঠিক সেই সময়েই আমাদের পরিচয়। এক কলেজে অস্থায়ীভাবে নিযুক্তিপত্র পেল। একরাশ সংকোচ নিয়ে কলেজে উপস্থিত। মাত্র ২/৩ দিনেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করল। দেবার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় সময়ই দেবাকে মৌমাছির মত ঘিরে রাখত। আমি ওকে একদিন বলেছিলাম,"দেবা, তুমি একদিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা/অধ্যাপিকার জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাবে।" দেবা শুধু হেসেছিল। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সবাই ওকে ভালবাসে। কিন্তু কলেজের চাকরি স্থায়ী হবার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা সেই সময়ে। সবাই বলল TET দিতে। দিয়েও ভাল হল না। খুবই মন খারাপ দেবার। একদিন দেবাকে বললাম,"দেবা, আমার একটা কথা রাখবে?" "স্যার, আপনার সব কথাই তো রাখি, আপনিই তো আমার সবচেয়ে বড় ভরসা," উত্তর দিল দেবা। "দেবা, আমি চেষ্টা করেছিলাম কাকলিকে I.A.S. পরীক্ষায় পাশ করিয়ে কোনো উচ্চ পদস্থ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের প্রশাসনীয় অধিকর্তার

পদে বসার যোগ্যতা অর্জন করাব। কাকলি ছোট বেলায় আমার কাছেই ছিল। শৈলবালা হাই স্কুলের প্রথম ষ্টার। H.S.L.C. পরীক্ষায় ১০০ র মধ্যেই স্থান পেয়েছিল। কাকলির বাবা কাকলিকে ডাক্তার করতে চেয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম I.A.S. পরীক্ষায় বসুক এবং কমপক্ষে কোনো জেলার উপায়ুক্ত (D.C.) বা জেলাধিপতি (D.M.) হোক্। শেষ পর্য্যন্ত কাকলি পারেনি ওর বাবার ইচ্ছা বা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে । দেবা, আমি বলছি যে তুমি পারবেই I.A.S. পরীক্ষায় পাশ করতে।"

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ও আমাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। "কি বলছেন স্যার্? যে মেয়েটা TET পাশ করতে পারেনি সে পাশ করবে I.A.S. পরীক্ষায়?" এই বলে সমানে হাসতে লাগল। হাসি থামার পর আমি বললাম, "দেখা যাক্ একবার। একবার আমার কথা শোনো। TET পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে একজন যে অন্য কোনো পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না-একথা আমি বিশ্বাস করি না। স্বামীজী কি বলেছিলেন জান তুমি, দেবা?" জিজ্ঞেস করলাম। "কি বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার্?" দেবা পাল্টা প্রশ্ন করল। বলেছিলেন," Whatever you think that you will be. If you think your self weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. তুমি নিজেকে যা ভাববে তুমি তাই হতে পারবে। আমি বলছি, তুমি পারবে।" জানিনা আমার কথাগুলোর মধ্যে কি শক্তি ছিল! দেবা রাজী হয়ে গেল। আজ দেবাহুতি দত্ত I.A.S. officer. তন্ত্রে বলেছে যে মানুষের কুন্ডলিনী শক্তি জেগে উঠলে পৃথিবীর কোনো বাধাই তাকে আটকে রাখতে পারে না। দেবাহুতি দত্তের কুন্ডলিনী শক্তি জেগে উঠেছে। দেবা আরো বড় হবে।

xxxxx

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। বিনয়াৎ য়াতি পাত্রতাম্ ।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি। ধনাৎ ধর্মস্ততঃ সুখম্ ।

সারদা কাণ্ড থেকে শিক্ষা

বিপদভঞ্জন সাহা

'সারদা' র ব্যবসার অট্টালিকা হঠাৎ তাসের ঘরের মত ঝুরঝুরিয়ে ভেঙে পড়ার পর অনেকেই হতবাক হয়ে গেল। হাজার হাজার কোটি টাকার চিটফাণ্ড হঠাৎ লাশ হয়ে পড়ল কীভাবে? 'সারদা' র কর্তা সুদীপ্ত সেন সিবিআইর কাছে চিঠি লিখে ব্যবসার পতনের কিছু কারণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন, বলপূর্বক তাঁকে ঘাটতিতে চলা মোটর বাইকের প্রোডাকশন্ ইউনিটের স্বত্বাধিকারী করা হয়েছে, কেউ তাঁর কাছ থেকে অত্যধিক পরিমানের ওকালতি ফিস নিয়েছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসবত কারণ বটেই। তবে এর হিসেব-কিতেবটা আর একটু ব্যাপকভাবে করা দরকার।

জ্বর হলে যেমন কেউ ডাক্তার না হলেও কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারে যে জ্বর হয়েছে, ঠিক তেমনি কেউ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী না হলেও কিছু লক্ষণ থেকে বুঝতে পারে যে ব্যবসার শারীরিক অবস্থাটা কীরকম।

কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষ তাদের কষ্টোপার্জিত টাকা জমা রাখার আগে সে প্রতিষ্ঠান কে পরিচালনা করছেন তা প্রথম দেখে নেওয়া দরকার। তাঁর দৃষ্টিকোন কী? তিনি কি কোন প্রতারণার উদ্দেশে টাকা নিচ্ছেন? এসব বুঝে নেওয়া দরকার।

একজন দক্ষ ব্যবসায়ী কত টাকা দেনা করবেন, কত খরচ করবেন, কী ব্যবসা করবেন, কত লাভ হবে- এসবকিছুর ছক কষে ব্যবসা শুরু করেন। এভাবে তিনি তাঁর কাজে সফল হন। সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে করেন না।

চিটফাণ্ডের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের মাত্রাধিক সুদ দিচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। যখন ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ পাওয়া যায় তখন আমানতকারীদের বেশি হারে সুদ দিলে তার কারণ জেনে নিতে হবে। এরকম লোভনীয় সুদে টাকা জমা রাখার সিদ্ধান্ত বর্জনীয়। সুদ যদি তুলনামূলকভাবে বিচারসম্মত হয় তবে তাতে ঝুঁকি কম।

মানুষের টাকার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেটাও দেখার বিষয়। মনে করা হল, কোন কোম্পানিতে মানুষ জমা করেছে ৩০০ কোটি টাকা। অথচ ১০০ কোটি টাকারই ব্যবসা হচ্ছে।